ইউনিট

১২ নাগরিকতা

ভূমিকা

নাগরিকতা বলতে বুঝায় একটি রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে নাগরিকের মর্যাদা। আর নাগরিক হল রাষ্ট্রের অধিবাসী যিনি সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করেন। নাগরিক ছাড়া রাষ্ট্র গঠিত হয় না। সুনাগরিক রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা বড় সম্পদ। সুনাগরিক রাষ্ট্রের সামগ্রিক কল্যাণে যথার্থ অবদান রাখতে পারে। তদ্রূপ রাষ্ট্র তার কর্মব্যবস্থার দ্বারা মর্যাদাবান নাগরিক সৃষ্টির ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে ব্যক্তি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হয়। সেজন্য রাষ্ট্রভেদে ব্যক্তির মর্যাদার তারতম্য ঘটে। বিদেশীরা নাগরিক নয় কারণ তারা নিজ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এবং রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করতে পারে না। নাগরিকতা অর্জনের দুটি পদ্ধতি, যেমন– জন্মনীতি ও অনুমোদন নীতি। নাগরিকতা যেমন অর্জন করা যায় তেমনি নানা কারণে নাগরিকতা বিলুপ্তও হতে পারে।

রাষ্ট্রের উন্নতি সুনাগরিকের উপর নির্ভর করে। অধ্যাপক লাস্কি যথার্থই বলেছেন, "নাগরিকতা হল একজনের শিক্ষালব্ধ বিচারবুদ্ধির যথার্থ প্রয়োগ।" তাই সুনাগরিকতার গুণাবলি নাগরিককে অর্জন করতে হবে। তদ্রূপ রাষ্ট্রকেও সুনাগরিকতার পথে অন্তরায় বা প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করতে হবে। এই ইউনিটের চারটি পাঠে নাগরিকতা কি, নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি, বাংলাদেশের নাগরিকতা ও সুনাগরিকের গুণাবলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ– ১ : নাগরিকতার অর্থ ও সংজ্ঞা, প্রজা, দেশবাসী ও বিদেশী

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- নাগরিকতার সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- নাগরিক বলতে কি বুঝায় তা বলতে পারবেন।
- নাগরিক ও প্রজা, নাগরিক ও দেশবাসী এবং নাগরিক ও বিদেশীর মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবেন।

১২.১.১ নাগরিকতার অর্থ

অনেকে নাগরিকতা ও নাগরিক শব্দ দু'টিকে একই অর্থে ব্যবহার করেন। কিন্তু তাদের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। নাগরিকতা শব্দটির সাথে রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকের সম্পর্কের প্রকৃতি জড়িত থাকে। এটি তার মর্যাদা নিরূপণ করে। অপরপক্ষে নাগরিক হল কোন রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে ব্যক্তির পরিচয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, করিম বাংলাদেশের নাগরিক। এটি তার পরিচয়। নাগরিকতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে কেলসন বলেন, "নাগরিকতা হল রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে ব্যক্তির মর্যাদা।" নাগরিকতার সাথে ব্যক্তির মর্যাদার প্রশ্ন যেমন জড়িত তেমনি রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য তার অবদানও গুরুত্বপূর্ণ। অধ্যাপক লাস্কি বলেন কেবলমাত্র অধিকার ভোগই নাগরিকতা নয়। এর সাথে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধও জড়িত। রাষ্ট্রসৃষ্ট অনুকূল পরিবেশে ব্যক্তি জ্ঞান ও মূল্যবোধ অর্জন করে এবং অর্জিত জ্ঞানের দ্বারাই ব্যক্তি রাষ্ট্রের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই অধ্যাপক লাস্কি নাগরিকতার সংজ্ঞা দিয়ে বলেন, "নাগরিকতা হল অর্জিত জ্ঞানের দ্বারা জনকল্যাণের জন্য একজনের বিচারবুদ্ধির যথার্থ প্রয়োগ।"

১২.১.২ নাগরিকের সংজ্ঞা

শব্দগত অর্থে নগরের অধিবাসীকে নাগরিক বলা হয়, যেমন– ঢাকার নাগরিক, লন্ডনের নাগরিক ইত্যাদি। এরূপ স্থানীয় নাগরিকত্বের পরিচয় ছাড়াও একজনের জাতীয় রাষ্ট্রের সদস্য হিসাবে পরিচয় থাকে। মূলত জাতীয় রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবেই নাগরিকের পরিচয় ঘটে। যেমন– বাংলাদেশ বা ভারতের নাগরিক।

নাগরিকের সংজ্ঞা দিয়ে এরিস্টটল বলেন, "আমরা সেই ব্যক্তিকে নাগরিক বলব যাদের উক্ত রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নমূলক এবং বিচারবিষয়ক কার্যাবলীতে অংশগ্রহণের ক্ষমতা রয়েছে।" কিন্তু আধুনিককালের বড় বড় রাষ্ট্রে নাগরিকদের সরাসরি রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ সম্ভব নয়। তাই আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ রাষ্ট্রীয় কাজে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণকে নাগরিকের মানদণ্ড হিসেবে বিচার করেন না। বরং তাদের মতে, "সেই ব্যক্তি নাগরিক যে কোন রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে রাষ্ট্রপ্রদত্ত সামজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে এবং রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে।" মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের মতে, "নাগরিকরা রাজনৈতিক সমাজের অন্তর্ভুক্ত এবং তারা সেই জনসমষ্টি যারা রাষ্ট্র গঠন করে এবং সকলে মিলে মিশে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অধিকার রক্ষার্থে সরকার গঠন করে অথবা সরকারের আনুগত্য স্বীকার করে।"

১২.১.৩ নাগরিক ও দেশবাসী

বিদেশীদের বাদ দিয়ে যারা রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করে তাদেরকে দেশবাসী বলা হয়। দেশবাসী রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করে, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে এবং রাষ্ট্রপ্রদত্ত সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে। কিন্তু দেশবাসীর মধ্যে যারা অপ্রাপ্তবয়স্ক তারা সকল রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে না। আর নাগরিক হল দেশবাসীর সেই অংশ যারা সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে। সুতরাং নাগরিক ও দেশবাসীর মধ্যে পার্থক্যের রেখা হল দেশবাসী সকল রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করেন না আর নাগরিক সকল প্রকার রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে। রাজনৈতিক অধিকার বলতে ভোটাধিকার ও নির্বাচিত হওয়ার অধিকার কেবলমাত্র নির্ধারিত বয়ঃসীমায় পৌঁছালেই ভোগ করা যায়। অন্যান্য রাজনৈতিক অধিকার, যেমন– সভা-সমিতির অধিকার, মতামত প্রকাশের অধিকার, সমালোচনা ও প্রতিবাদের অধিকার দেশবাসীরাও সমানে ভোগ করে থাকে। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা নাগরিক ও দেশবাসীর এই টেকনিকাল পার্থক্য করতে আগ্রহী নয়। অধ্যাপক গার্নার বলেন যে, "ভোটাধিকার বা অনুরূপ সুযোগ সুবিধা নাগরিকের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়।" তাঁর মতে রাষ্ট্রের সকল সদস্যই নাগরিক।

১২.১.৪ নাগরিক ও প্রজা

প্রজা কথাটি বর্তমানকালে তেমন প্রচলিত নয়। আমাদের দেশে রাজা-প্রজা সম্পর্কও এখন আর নেই। কিন্তু জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের পূর্বে জনসাধারণের জমির মালিকানা স্বত্ব ছিল না, তারা জমিদারদের ইচ্ছানুযায়ী চাষবাস করত। তাদেরকে প্রজা বলা হত। প্রজার মর্যাদা দেশবাসীর থেকেও কম। তবে পরবর্তীতে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হওয়ায় জমিতে প্রজার স্বত্ব স্বীকৃত হয়। ফলে তারা দেশবাসী বা নাগরিকের মর্যাদা লাভ করে। বর্তমানে প্রজা বলতে শাসিত জনসাধারণকে বুঝায়। তারা দেশবাসীও বটে। সুতরাং জমিদারী ব্যবস্থায় তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার না থাকলেও তারা বর্তমানে সামাজিক অধিকার এমনকি রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে। তাই প্রজা বলতে বর্তমানে দেশবাসীকেই বুঝায় এবং দেশবাসীর মতই তারা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য দান করে। সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে।

১২.১.৫ নাগরিক ও বিদেশী

যারা নিজ রাষ্ট্রের নাগরিকতা ত্যাগ না করে অন্য রাষ্ট্রে বসবাস করে এবং সামাজিক অধিকার ভোগ করে তাদেরকে বিদেশী বলা হয়। বিদেশীরা যে রাষ্ট্রে বসবাস করে সে রাষ্ট্রের আইন-কানুন মেনে চললেও তাদের নিজ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য দান করে। নাগরিক ও বিদেশীর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হল :

(১) নাগরিক রাষ্ট্রের স্থায়ী বাসিন্দা, কিন্তু বিদেশী রাষ্ট্রের অস্থায়ী বাসিন্দা।

(২) নাগরিক নিজ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে কিন্তু বিদেশী বসবাসকারী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদান করে না। উদাহরণ হিসেবে আমেরিকার একজন নাগরিক অস্থায়ীভাবে বাংলাদেশে বসবাস করলেও বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রদান করে না। বাংলাদেশের আইন-কানুন মেনে চললেও সে তার নিজ রাষ্ট্র আমেরিকার প্রতিই আনুগত্য প্রদান করে।

(৩) নাগরিককে রাষ্ট্র বাধ্যতামূলকভাবে সেনাবাহিনীতে যোগদান করতে, যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে আদেশ দিতে পারে। কিন্তু বিদেশীকে সেনাবাহিনীতে যোগদান করতে বা যুদ্ধে যোগদান করতে বাধ্য করতে পারে না।

(৪) নাগরিক রাষ্ট্রপ্রদত্ত সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে। কিন্তু বিদেশী কেবলমাত্র সামাজিক অধিকার ভোগ করে।

(৫) একজন নাগরিক নিজ রাষ্ট্রে ও অন্য রাষ্ট্রে নিজ রাষ্ট্রের কাছ থেকে নিরাপত্তা লাভের অধিকারী। এমনকি বিদেশী হিসেবেও বসবাসরত রাষ্ট্রের নিকট থেকে সে নিরাপত্তা লাভ করে। কিন্তু একজন বিদেশী বসবাসকারী রাষ্ট্রে অবস্থানকালীন সে রাষ্ট্রের নিকট থেকে নিরাপত্তা লাভ করলেও অন্যরাষ্ট্রে অবস্থানকালে বসবাসকারী রাষ্ট্র থেকে নিরাপত্তা লাভ করে না। যেমন– একজন নেপালী বাংলাদেশে বসবাসরত অবস্থায় ভারতে গিয়ে বিপদে পড়লে সে বাংলাদেশের নিকট সাহায্য চাইতে পারবে না।

(৬) বিদেশীদের উপর কখনও কখনও বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়, যেমন– বিদেশীকে কোন কোন সময় থানায় নাম রেজিস্ট্রি করতে হয়, কিন্তু নাগরিকের উপর এ ধরনের বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয় না। সুতরাং নাগরিক ও বিদেশীর মধ্যে বিভিন্ন দিক থেকে পার্থক্য বিদ্যমান।

সার-সংক্ষেপ

নাগরিকতা ও নাগরিক শব্দ দু'টি অনেক সময় সমার্থক হলেও তাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। নাগরিকতা হল কোন রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে একজনের মর্যাদা। অধ্যাপক লাস্কি নাগরিকতা বলতে নাগরিকের রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্যের দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তার মতে নাগরিকতা হচ্ছে জনকল্যাণের জন্য একজনের শিক্ষাপ্রাপ্ত জ্ঞানের যথার্থ প্রয়োগ। নাগরিক ও দেশবাসী, নাগরিক ও প্রজা এবং নাগরিক ও বিদেশীর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। দেশবাসী শব্দটি অনেকটা নাগরিক শব্দের সমার্থক। কেননা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বসবাসকারী সকল লোকই রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে। নির্দিষ্ট বয়সে পৌঁছা পর্যন্ত ভোটাধিকার বা নির্বাচিত হওয়ার অধিকার লাভ করে না মাত্র। নাগরিক ও প্রজার মধ্যে পার্থক্য করা হলেও প্রজা বা 'টিনান্ট' কথাটি এখন আর কোথাও প্রযোজ্য নয়। বর্তমানে প্রজা শব্দটি দেশবাসী অর্থেই ব্যবহৃত হয়। নাগরিক ও বিদেশীর মধ্যে পার্থক্য এই যে, একজন বিদেশী সামাজিক অধিকার ভোগ করলেও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নাগরিকতার সংজ্ঞা কে দিয়েছেন ?

ক. হব্‌স খ. লক

গ. কেলসন ঘ. ফাইনার

২। নাগরিক কাকে বলে ?

ক. যে সামাজিক অধিকার ভোগ করে খ. যে রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে

গ. যে সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে ঘ. যে সাংস্কৃতিক অধিকার ভোগ করে

৩। আপনার পরিচিতি কি ?

ক. প্রজা খ. নাগরিক

গ. দেশবাসী ঘ. বিদেশী

পাঠ– ২ : নাগরিকতা অর্জন ও বিলুপ্তির পদ্ধতি, নাগরিকের রাষ্ট্রহীনতা

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের দু'টি পদ্ধতি–জন্মস্থাননীতি এবং জন্মনীতি কি তা বলতে পারবেন।
- অনুমোদনসূত্রে কিভাবে নাগরিকতা অর্জন করা যায় তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- যুদ্ধের পরিণতিতে এবং চুক্তির ফলে একজন কিভাবে অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- জন্মসূত্রে ও অনুমোদন সূত্রে নাগরিকের মর্যাদার পার্থক্য উল্লেখ করতে পারবেন।
- কিভাবে দ্বৈত নাগরিকতার সৃষ্টি হয় তা বলতে পারবেন।
- কিভাবে একজন নাগরিক তার নিজ রাষ্ট্রের নাগরিকতা হারাতে পারে তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- কি ভাবে রাষ্ট্রহীনতা সৃষ্টি হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

১২.২.১ নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি

নাগরিকতা অর্জনের দু'টি পদ্ধতি রয়েছে। এগুলো হচ্ছে : (ক) জন্মসূত্রে নাগরিক এবং (খ) অনুমোদনসূত্রে নাগরিক। যারা জন্মগতভাবে কোন রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করে তাদেরকে জন্মসূত্রে নাগরিক বলে। আর যারা কতকগুলো শর্তপূরণ করে শর্ত আরোপকারী রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করে তাদেরকে অনুমোদনসূত্রে নাগরিক বলে।

জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি

জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে দু'টি নীতি মেনে চলা হয়– (ক) জন্মস্থান নীতি ও (খ) জন্মনীতি।

(ক) জন্মস্থান-নীতি– জন্মস্থান নীতি অনুযায়ী শিশু যে রাষ্ট্রে ভূমিষ্ট হয় সে রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করে। যদি কোন রাষ্ট্রের পতাকাবাহী জাহাজ, বিমান কিংবা দূতাবাসে জন্মগ্রহণ করে তবে সে সেই রাষ্ট্রের নাগরিক বলে বিবেচিত হবে। যেমন বাংলাদেশের কোন পিতা-মাতার সন্তান যদি কানাডা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বা তাদের পতাকাবাহী বিমান বা দূতাবাসে জন্মগ্রহণ করে তবে সে সন্তান কানাডা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হবে। অস্ট্রেলিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই নীতি অনুসরণ করে।

(খ) জন্মনীতি– এই নীতি অনুযায়ী শিশু যেখানেই ভূমিষ্ট হোক না কেন, পিতা-মাতার নাগরিকতাই তার নাগরিকতা নির্ধারণ করবে। যেমন জাপানের কোন পিতা-মাতার সন্তান যদি রাশিয়ায় জন্মগ্রহণ করে তবে সেই সন্তান জাপানের নাগরিক বলে বিবেচিত হবে। বাংলাদেশ, ফ্রান্স, জাপান, ইতালী প্রভৃতি রাষ্ট্র জন্মনীতি মেনে চলে।

১২.২.২ অনুমোদনসূত্রে নাগরিকতা অর্জন

যদি কোন ব্যক্তি অনুমোদনসূত্রে নাগরিক হতে চায় তবে তাকে নাগরিকতা অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত এক বা একাধিক শর্ত পূরণ করতে হয় :

(১) অনুমোদনদানকারী রাষ্ট্রের নাগরিককে বিয়ে করতে হয়, (২) সেনাবাহিনীতে যোগদান করতে হয়, (৩) সরকারি চাকরি করতে হয়, (৪) সম্পত্তি ক্রয় করতে হয়, (৫) ভাষা জানতে হয়, (৬) নির্দিষ্ট সময় বসবাস করতে হয়।

অনুমোদনের শর্ত রাষ্ট্রভেদে আলাদা হতে পারে। শর্ত পূরণ সাপেক্ষে একজন বিদেশীকে অনুমোদনকারী রাষ্ট্রের নিকট আবেদন করতে হয় এবং আবেদন মঞ্জুর হলেই একজন বিদেশী অনুমোদনদানকারী রাষ্ট্রের অনুমোদনসূত্রে নাগরিকে পরিণত হয়।

১২.২.৩ যুদ্ধের পরিণতিতে এবং চুক্তির ফলে নাগরিকতা অর্জন

যুদ্ধের পরিণতিতে এবং চুক্তির ফলে কোন নাগরিক তার নিজ রাষ্ট্রের নাগরিকতা হারিয়ে অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করতে পারে। কোন রাষ্ট্র যুদ্ধে অন্য রাষ্ট্রের এলাকা দখল করে সেই এলাকায় প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করলে বিজিত এলাকার নাগরিকরা তাদের পূর্ব রাষ্ট্রের নাগরিকতা হারিয়ে বিজয়ী রাষ্ট্রের নাগরিক হতে পারে। আবার চুক্তির ফলে দু'টি রাষ্ট্র কর্তৃক তাদের সীমানা পুনঃনির্ধারণের ফলে বা কোন রাষ্ট্র তার এলাকা অন্য রাষ্ট্রের নিকট ছেড়ে দিলে ঐ এলাকার অধিবাসীরা দখলদার বা অর্জিত রাষ্ট্রের নাগরিকে পরিণত হয়।

১২.২.৪ জন্মসূত্রে ও অনুমোদনসূত্রে নাগরিকের মর্যাদার ভিন্নতা

রাজনৈতিক ও অনুমোদনসূত্রে নাগরিকের মর্যাদার মধ্যে পার্থক্য নেই। কারণ রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী ব্যক্তি পরবর্তীতে নাগরিকতা অর্জনের জন্য অনুমোদনের প্রয়োজনীয় শর্তগুলো পূরণ করেই আবেদন করতে পারে। কিন্তু জন্মসূত্রে নাগরিক ও অনুমোদনসূত্রে নাগরিকের মধ্যে কোন কোন রাষ্ট্র পার্থক্য করে থাকে। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুমোদনসূত্রে নাগরিক প্রেসিডেন্ট বা ভাইস প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হতে পারে না। অন্যান্য প্রায় সব রাষ্ট্রে জন্মসূত্রে নাগরিক ও অনুমোদনসূত্রে নাগরিকগণ সমভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে।

১২.২.৫ দ্বৈত নাগরিকতা

নাগরিকতা অর্জনের জন্মস্থান নীতি এবং জন্মনীতি একই সাথে মেনে চলার জন্য দ্বৈত নাগরিকতার সৃষ্টি হয়। উদাহরণ হিসেবে ফ্রান্সের কোন পিতা-মাতার সন্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করলে ফ্রান্স জন্মনীতি অনুসরণ করে বলে সন্তানটি ফ্রান্সের নাগরিক হবে। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয় নীতি মেনে চলে বলে সে যুক্তরাষ্ট্রেরও নাগরিক হবে। এভাবে একই সাথে দু'টি রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়াকে দ্বৈত নাগরিকতা বলে। এরূপ দু'টি রাষ্ট্র তার নিকট আনুগত্য দাবী করতে পারে। তবে বয়ঃপ্রাপ্তির পর সে যেকোনো একটি রাষ্ট্রের নাগরিকতা বর্জন করে অন্যটির নাগরিকতা অর্জন করতে পারে। বাংলাদেশ, ভারত দ্বৈত নাগরিকতা অনুমোদন দেয়।

১২.২.৬ নাগরিকতা বিলোপ

একজন নাগরিক স্বেচ্ছায় তার নিজ রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ত্যাগ করতে পারে। আবার কতকগুলো অবাঞ্ছিত আচরণের জন্য রাষ্ট্র তার নাগরিকত্ব হরণ করতে পারে। নিম্নে নাগরিকতা বিলোপের কারণগুলো উল্লেখ করা হল :

(১) যদি কোন নাগরিক স্বেচ্ছায় তার রাষ্ট্রের নাগরিকতা ত্যাগ করে অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকতা গ্রহণ করে তবে তার পূর্ব রাষ্ট্রের নাগরিকতা বিলুপ্ত হবে।

(২) কোন নাগরিক তার রাষ্ট্র হতে দীর্ঘ দিন অনুপস্থিতির কারণে নাগরিকতা হারাতে পারে।

(৩) অন্য রাষ্ট্রে চাকরি গ্রহণ, সেনাবাহিনীতে যোগদান বা খেতাব গ্রহণ করলে তার নিজ রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব বিলুপ্ত হবে।

(৪) কোন ব্যক্তি অন্য রাষ্ট্রের নাগরিককে বিয়ে করলে সে তার স্বামী বা স্ত্রীর রাষ্ট্রের নাগরিক হবে এবং নিজ রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব হারাবে।

(৫) রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সংহতির পরিপন্থী কাজ করলে কোন ব্যক্তি তার নাগরিকতা হারাতে পারে।

(৬) কোন রাষ্ট্র তার নিজ দেশের নাগরিককে কোন কারণে বিতাড়ন করলে বিতাড়িত লোকগুলো তাদের নাগরিকত্ব হারাতে পারে।

(৭) যুদ্ধের ফলে কোন রাষ্ট্রের এলাকা অন্য রাষ্ট্র দখল করলে তারা দখলদার রাষ্ট্রের নাগরিক হয় এবং তার নিজ রাষ্ট্রের নাগরিকতা হারায়।

(৮) চুক্তির মাধ্যমে সীমানার পরিবর্তন হলে অন্য রাষ্ট্রের সাথে সংযুক্ত এলাকার মানুষরা তার নিজ রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব হারায় এবং সংযোগকারী রষ্ট্রের নাগরিকে পরিণত হয়।

১২.২.৭ নাগরিকের রাষ্ট্রহীনতা

যখন কোন ব্যক্তি কোন রাষ্ট্রেরই নাগরিক থাকেন না তখন তাকে রাষ্ট্রহীন ব্যক্তি বলে। একটি রাষ্ট্রের নাগরিকতা ত্যাগ বা রাষ্ট্রকর্তৃক তার নাগরিকত্ব হরণ ও অন্যরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণের মধ্যবর্তী সময় উক্ত নাগরিকের জন্য রাষ্ট্রহীন অবস্থা বলা যেতে পারে। নিম্নলিখিত কারণে রাষ্ট্রহীনতা ঘটতে পারে :

১। কোন ব্যক্তি দীর্ঘদিন নিজ রাষ্ট্র হতে অনুপস্থিত থেকেও অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ না করলে রাষ্ট্রহীন হতে পারে।

২। কোন ব্যক্তি নিজ রাষ্ট্রের নাগরিকতা ত্যাগের পর অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকতা গ্রহণের মধ্যবর্তী সময় রাষ্ট্রহীন থাকে।

৩। কোন ব্যক্তি অবাঞ্ছিত ঘোষিত হয়ে নাগরিকতা হারালে সে রাষ্ট্রহীন হতে পারে।

৪। কোন দেশের কোন অংশ অন্য দেশ কর্তৃক জোরপূর্বক দখলের পর আনুষ্ঠানিকভাবে সংযুক্তি অথবা প্রত্যার্পন না করা পর্যন্ত ঐ অংশের অধিবাসীদের রাষ্ট্রহীনতা ঘটে।

সার-সংক্ষেপ

নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি দু'টি–জন্মসূত্র ও অনুমোদন সূত্র। নাগরিকতা যেমন অর্জন করা যায় তেমনি নাগরিকতা হারানোও যেতে পারে। কেউ স্বেচ্ছায় কোন রাষ্ট্রের নাগরিকতা হারাতে পারে, আবার চুক্তি ও যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের কারণেও নাগরিকতা বিলুপ্ত হতে পারে। এক রাষ্ট্রের নাগরিকতা ত্যাগ বা হরণের পর অন্য রাষ্ট্রের নাগরিক না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রহীনতা ঘটতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি কয়টি ?

ক. দুটি খ. তিনটি

গ. চারটি ঘ. অনেকগুলো

২। নাগরিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কোন নীতি অনুসরণ করে ?

ক. জন্মসূত্র খ. জন্মসূত্র ও অনুমোদন সূত্র

গ. জন্মস্থান নীতি ঘ. জন্মনীতি

৩। কি কারণে নাগরিকতা বিলুপ্ত হয় ?

ক. সরকারের বিরোধিতা করলে খ. দেশদ্রোহিতা করলে

গ. জমিজমা বিক্রয় করলে ঘ. ঘরবাড়ি ছেড়ে দেশের অন্যত্র চলে গেলে।

পাঠ– ৩ : বাংলাদেশের নাগরিকতা অর্জন ও বিলোপ প্রসঙ্গ, দ্বৈত নাগরিকতা

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের নাগরিকত্ব অর্জনের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের নাগরিকতা বিলুপ্তির পদ্ধতি বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশের সংবিধানের শর্ত কিভাবে দ্বৈত নাগরিকতা জন্ম দেয় তা বলতে পারবেন।

১২.৩.১ বাংলাদেশের নাগরিকতা অর্জন ও বিলুপ্তি

যারা বিদেশী নয়, বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করে, বাংলাদেশ সরকার ও রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য দান করে এবং বাংলাদেশ সংবিধানে স্বীকৃত সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলো ভোগ করে তারাই বাংলাদেশের নাগরিক। বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী জন্মসূত্রে, উত্তরাধিকারসূত্রে, দেশে আগমন, বিবাহ এবং অনুমোদনসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিকতা অর্জন করা যায়। নিম্নে বাংলাদেশের নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতিগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

(১) ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ পর্যন্ত বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল এমন এলাকায় যদি কোন ব্যক্তি বা তার পিতা-মাতা বা পিতামহ জন্মগ্রহণ করে থাকে এবং সে যদি বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে বলে প্রমাণিত হয় তাহলে উক্ত ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক বলে বিবেচিত হবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি অথবা তার পিতা-মাতা বা পিতামহ বাংলাদেশের কোন স্থানে জন্মগ্রহণ করে থাকে এবং সে যদি ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চের পর অন্য কোন দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস না করে তা হলে সে বাংলাদেশের নাগরিক হবে। বাংলাদেশের নাগরিক পিতা-মাতার সন্তান বাংলাদেশের নাগরিক বলে গণ্য হবে।

(৩) যদি কোন বিদেশী মহিলা বাংলাদেশের কোন নাগরিককে বিবাহ করে এবং বিবাহের পর বাংলাদেশে দু' বছর বসবাস করে থাকে তা হলে সে বাংলাদেশের নাগরিক হওয়ার আবেদন করলে নাগরিকত্ব পেতে পারে।

(৪) যদি কোন বিদেশী বাংলাদেশে এসে স্থায়ীভাবে পাঁচ বছর বসবাস করে তা হলে সে বাংলাদেশ সরকারের নিকট নাগরিকতার জন্য আবেদন করতে পারে। সে ব্যক্তি যদি চরিত্রবান হয় এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ যদি অনুমোদন দান করেন তাহলে সে বাংলাদেশের নাগরিকতা অর্জন করবে।

(৫) কোন ব্যক্তি যদি উত্তরাধিকারসূত্রে বাংলাদেশের সম্পত্তি লাভ করে এবং এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করে তা হলে সে অনুমোদনসূত্রে নাগরিক হতে পারবে।

বাংলাদেশে জন্মসূত্রে নাগরিক এবং অনুমোদনসূত্রে নাগরিকের মধ্যে মর্যাদাগত কোন পার্থক্য করা হয় না।

১২.৩.২ বাংলাদেশের নাগরিকত্ব বিলোপ

বাংলাদেশের কোন নাগরিকের নাগরিকত্ব যেসব কারণে বিলুপ্ত হতে পারে সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হল :

(১) সরকার কোন নাগরিককে দেশ থেকে বহিষ্কার করলে সে নাগরিকত্ব হারাবে।

(২) সেনাবাহিনী হতে পলায়ন করে দেশত্যাগ করলে সে নাগরিকত্ব হারাবে।

(৩) স্বেচ্ছায় কেউ যদি নাগরিকত্ব ত্যাগ করে অন্য দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে তবে সে নাগরিকত্ব হারাবে।

১২.৩.৩ দ্বৈত নাগরিকতা

বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ নাগরিকতা অর্জনের জন্মনীতি ও জন্মস্থাননীতি অনুসরণ করে। ফলে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণকারী বিদেশীর সন্তান বাংলাদেশের নাগরিক হবে। অন্যদিকে বাংলাদেশী পিতা-মাতার সন্তান অন্য কোন রাষ্ট্রে যেমন বৃটেনে জন্মগ্রহণ করলে সন্তানটি একই সাথে বাংলাদেশ ও বৃটেনের নাগরিক হবে। তাই বাংলাদেশে দ্বৈত নাগরিকতার সুযোগ বিদ্যমান।

সার-সংক্ষেপ

জন্মসূত্রে ও অনুমোদন সূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক হওয়া যায়। সরকার দেশদ্রোহী, সেনাবাহিনী থেকে পলায়নকৃত দেশত্যাগীর নাগরিকত্ব বাতিল করতে পারেন। নাগরিকতা অর্জনের দুটি পদ্ধতিই বাংলাদেশ অনুসরণ করে বলে এখানে দ্বৈত নাগরিকত্ব ঘটতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। বাংলাদেশে নাগরিকতা অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি কোনটি ?

ক. জন্মসূত্র খ. অনুমোদন সূত্র
গ. বৈবাহিক সূত্র ঘ. জন্মনীতি

২। কি কারণে দ্বৈত নাগরিকতা ঘটে ?

ক. জন্মনীতির কারণে খ. অনুমোদন সূত্রের কারণে
গ. দেশত্যাগের কারণে ঘ. চুক্তির কারণে

৩। বাংলাদেশের নাগরিকত্ব কি কারণে বিলুপ্ত হতে পারে ?

ক. সরকার কর্তৃক বহিষ্কৃত হলে খ. সেনাবাহিনী হতে পদত্যাগ করলে
গ. অন্য দেশে চাকরি নিলে ঘ. বিদেশে অবস্থান করলে

পাঠ- ৪ : সুনাগরিকের গুণাবলি ও প্রতিবন্ধকতা

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- সুনাগরিকের গুণাবলি বলতে পারবেন।
- সুনাগরিকের অন্তরায় বা প্রতিবন্ধকতাগুলো কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- সুনাগরিকতার প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উপায় বলতে পারবেন।

১২.৪.১ সুনাগরিকের গুণাবলি

সুনাগরিক বলতে সেই ব্যক্তিকে বুঝায় যিনি রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য চিন্তাভাবনা করেন এবং প্রয়োজনীয় কর্তব্য সম্পাদন করেন। নিজের অধিকার এমনভাবে ভোগ করেন যাতে অন্যের সমঅধিকার ভোগের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি না হয়। তিনি রাষ্ট্রের আইন-কানুনের প্রতি আনুগত্য দান করেন এবং দেয় করসমূহ সময়মত পরিশোধ করেন। এরূপ নাগরিক রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। লর্ড ব্রাইস বলেন, "সেই ব্যক্তি সুনাগরিক যে বুদ্ধি, আত্মসংযম ও বিবেক এ তিনটি গুণের অধিকারী।" নিম্নে সুনাগরিকের গুণাবলি আলোচনা করা হল :

(১) বুদ্ধি– বুদ্ধি নাগরিকের অন্যতম গুণ। বুদ্ধি না থাকলে বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের জটিল দিক বুঝা ও সমাধানের দিক নির্দেশনা দেওয়া সম্ভব নয়। বুদ্ধিমান নাগরিক রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনমত গঠনে ভূমিকা রাখতে পারে। বুদ্ধিহীন নাগরিকদের প্রভাবিত ও প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং বুদ্ধিমান নাগরিক সৃষ্টির জন্য জ্ঞানের বিকাশ ও শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা রাষ্ট্রকেই করতে হবে।

(২) আত্মসংযম– রাগ, ক্ষোভ ও লোভের অবারিত সুযোগের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি নিজকে নিয়ন্ত্রণ করে ঠণ্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন তাকেই সংযমী নাগরিক বলে। এ ধরনের গুণ থাকলে নাগরিক নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে দেশ ও দশের স্বার্থে আত্মনিয়োগ করতে পারে। সংযম থাকলে নাগরিক নিজের মতকে অগ্রাধিকার না দিয়ে আপোষ ও সমঝোতামূলক মনোভাবের অধিকারী হয়। এটি গণতন্ত্রের জন্যও অপরিহার্য। আত্মসংযম তাই সুনাগরিকের অন্যতম প্রধান গুণ।

(৩) বিবেক– নিজের চিন্তা ও কাজ সংক্রান্ত ন্যায় ও অন্যায় সম্পর্কে ব্যক্তির সচেতনতা বা জ্ঞানকে বিবেক বলে। বিবেক মানুষকে অন্যায় করতে বাধা দেয় এবং ন্যায় ও সঙ্গত কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। এজন্য বিবেক সুনাগরিকের অন্যতম গুণ। বিবেক না থাকলে নাগরিক তার করণীয় করে না এবং বর্জনীয় কাজ বর্জন করে না।

উপরিউক্ত তিনটি মৌলিক গুণ ছাড়াও সুনাগরিককে কতকগুলো বিষয়ে মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। যেমন–

(১) সকলকে শ্রদ্ধা করা, কাউকেও ছোট মনে না করা, শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান হওয়া;
(২) রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা;
(৩) ব্যক্তি স্বাধীনতা ও জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সজাগ ও সচেতন থাকা;
(৪) শৃঙ্খলাবোধ ও সময়ানুবর্তিতার প্রতি অনুরাগী হওয়া;
(৫) বলিষ্ঠ ও স্বাধীন মনোভাব পোষণ করা;
(৬) সংবেদনশীল হওয়া এবং
(৭) সাধারণ জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও নিষ্ঠার অধিকারী হওয়া।

১২.৪.২ সুনাগরিকতার প্রতিবন্ধকতা

সুনাগরিকতার প্রতিবন্ধকতা বলতে সেই প্রতিকূল অবস্থা বা বাধাসমূহকে বুঝায় যা নাগরিকের বুদ্ধি, আত্মসংযম ও বিবেক বিকশিত হওয়ার ক্ষেত্রকে সংকুচিত করে। লর্ড ব্রাইস এরূপ তিনটি অন্তরায়ের

উল্লেখ করেন। যথা– (১) নির্লিপ্ততা, (২) ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা এবং (৩) দলীয় মনোভাব। এগুলো ছাড়া আরও কতকগুলো অন্তরায় রয়েছে। যেমন– (ক) অজ্ঞতা, (খ) আন্তরিতা, (গ) দাম্ভিকতা, (ঘ) ধর্মান্ধতা. (ঙ) সাম্প্রদায়িকতা এবং (চ) অর্থনৈতিক অসাম্য। নিম্নে এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হল:

(১) নির্লিপ্ততা– নির্লিপ্ততা বলতে বুঝায় ভাল-মন্দের ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত না করা বা উদাসীন থাকা। নির্লিপ্ততার কারণে মানুষ নিজকে হেয় ও তুচ্ছ ভাবে। নির্লিপ্ত ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তার কিছু করণীয় নেই মনে করে এবং সর্বদাই অন্যের সিদ্ধান্তের নিকট আত্মসমর্পণ করে। একটি রাষ্ট্রের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী এরূপ মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হলে শাসকগোষ্ঠী স্বৈরাচারী হয়ে উঠার সুযোগ পায়। সুতরাং নির্লিপ্ততা সুনাগরিকতার একটি বড় অন্তরায়।

(২) ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা– ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা বলতে বুঝায় নিজের সুযোগ-সুবিধাকে অগ্রাধিকার দেওয়া। এমনকি অন্যের ন্যায্য সুযোগ-সুবিধাকে উপেক্ষা করে নিজের স্বার্থ হাসিল করার মানসিকতাকে ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা বলে। স্বার্থপর ব্যক্তি সমাজের বা রাষ্ট্রের কল্যাণের কথা চিন্তা করে না। তারা রাষ্ট্রের সম্পদ আত্মসাৎ করে, মানুষকে কষ্ট দিয়ে নিজের সম্পদ অবৈধ পন্থায় বৃদ্ধি করে। স্বার্থপর ব্যক্তি টাকার বিনিময়ে অযোগ্য লোককে ভোট দেয়। তারা ব্যক্তিগত কাজকে সরকারি দায়িত্বের উপর স্থান দেয়। ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা তাই সুনাগরিকতার একটি বড় অন্তরায়।

(৩) দলীয় মনোভাব– দলীয় মনোভাব বলতে বুঝায় নিজ দলের প্রতি অন্ধ আনুগত্য। নিজ দলের খারাপ কাজকে ভাল মনে করা এবং অন্য দলের ভাল কাজকে দলীয় কারণে খারাপ মনে করাই দলীয় মনোভাব। এ ধরনের মনোভাবের কারণে যোগ্য লোকের পরিবর্তে অযোগ্য লোক নির্বাচিত হয়, অন্য দলের যোগ্য লোকের পরিবর্তে নিজ দলের অযোগ্য লোককে গুরুদায়িত্ব দেওয়া হয় এবং রাষ্ট্রীয় আনুকল্য দলীয় অযোগ্য লোকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। দলীয় মনোভাব তাই সুনাগরিকতার একটি বড় অন্তরায়।

(৪) অজ্ঞতা– অজ্ঞতা বলতে জ্ঞানহীনতা বা তথ্য ও বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে অবহিত না হওয়া বুঝায়। অজ্ঞতার কারণে নাগরিক সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সঠিক কাজ করতে পারে না। অজ্ঞতার কারণে নাগরিক তার উচিত-অনুচিত এবং করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। অজ্ঞতা তাই সুনাগরিকতার একটি বড় অন্তরায়।

(৫) দাম্ভিকতা– আত্মদম্ভ হল সেই মানসিকতা যা নিজের জ্ঞান, ক্ষমতা ও কাজকে অন্যের তুলনায় বড় মনে করার মনোভাব সৃষ্টি করে। এ ধরনের মনোভাব গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রতি এক বিরাট হুমকি। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী আপোষ ও সমঝোতার অনুকূল নয়। এটি তাই সুনাগরিকতার একটি বড় অন্তরায়।

(৬) ধর্মান্ধতা– ধর্মের সঠিক অর্থ না বুঝে ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও নিজ ধর্মের প্রতি বেশি আকর্ষণের কারণে অন্য ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ ছড়ানোকে ধর্মান্ধতা বলে। ধর্মান্ধ নাগরিক মুক্তবুদ্ধির চর্চা করে না বরং সর্বদাই উদার ও প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণার বিরোধিতা করে। তারা তাদের এই মানসিক গঠনের কারণে রাষ্ট্রের বিকাশকে বাধাগ্রস্থ করে। এটি তাই সুনাগরিকতার অন্যতম অন্তরায়।

(৭) সাম্প্রদায়িকতা– সাম্প্রদায়িকতা বলতে বুঝায় অন্য ধর্ম, বর্ণ ও ভাষার লোকদের প্রতি বিদ্বেষ। সাম্প্রদায়িক মনোভাবের কারণে মানুষ অন্য ধর্ম, বর্ণ ও ভাষার লোকের প্রতি অন্যায় ও অবিচার করে। সাম্প্রদায়িক মনোভাবের কারণে অনেক সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি হয়। এটি মানবতাবিরোধী মনোভাব। সাম্প্রদায়িকতা তাই সুনাগরিকতার একটি বড় অন্তরায়।

(৮) অর্থনৈতিক অসাম্য– ধনী-দরিদ্রের চরম অসাম্য দরিদ্রদের মধ্যে হতাশা ও হীনমন্যতা সৃষ্টি করে। দরিদ্র মানুষ জীবন-জীবিকা নিয়ে সর্বদাই দুশ্চিন্তা করে। তারা রাষ্ট্রের মঙ্গলের কথা চিন্তা করতে পারে না। এটি তাই সুনাগরিকতার অন্যতম অন্তরায়।

উপরে উল্লিখিত প্রতিবন্ধকতাগুলো সুনাগরিকতার পথে অন্তরায়। এগুলো রাষ্ট্রের উন্নতিতে বাধা সৃষ্টি করে।

১২.৪.৩ সুনাগরিকতার প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উপায়

সুনাগরিক ছাড়া রাষ্ট্রের কল্যাণ সম্ভব নয়। তাই সুনাগরিকতার অন্তরায়গুলো দূর করা দরকার। নিম্নে সুনাগরিকতার অন্তরায়গুলো দূরীকরণের উপায়গুলো উল্লেখ করা হল :

(১) শাসনতান্ত্রিক প্রতিকার– সাংবিধানিক ব্যবস্থার দ্বারা সুনাগরিকতার প্রতিবন্ধকতাকে দূর করা যেতে পারে। এগুলো নিম্নরূপ :

(ক) সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব– সাংবিধানিক শর্তের মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের জনসংখ্যার অনুপাতে সংসদে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করলে সকল ধর্মের জনসাধারণ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সক্রিয় হবে।

(খ) বাধ্যতামূলক ভোট– সকল ভোটারকে ভোট দিতে বাধ্য করার আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বন করলে নাগরিকদের উদাসীনতা দূর হবে।

(গ) প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা– গণভোট, গণউদ্যোগ ও পদচ্যুতি ব্যবস্থা নিশ্চিত করলে নাগরিকগণ আইন প্রণয়ন ও সংশোধন এবং সংবিধান সংশোধনের সুযোগ পাবে। এছাড়া শাসকদের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ফলে রাজনৈতিক বিষয়াদিতে তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।

(২) নৈতিক প্রতিকার– নৈতিক প্রতিকারগুলি নিম্নরূপ :

(ক) শিক্ষা– শিক্ষার মাধ্যমে অজ্ঞতা দূর করে নাগরিকদের বিভিন্ন গুণাবলির বিকাশ সাধন করতে হবে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা এ ব্যাপারে সহায়তা করতে পারে।

(খ) ধর্মপালন– ধর্ম মানুষকে ভাল কাজ করতে শিক্ষা দেয়। ধর্মের যথার্থ প্রচার, ধর্মীয় শিক্ষা বিস্ *tার* এবং ধর্মীয় ব্যাপারে উদার মানসিকতা সৃষ্টির জন্য রাষ্ট্রের জ্ঞানী ব্যক্তি এবং প্রচার মাধ্যমকে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে।

(৩) অর্থনৈতিক প্রতিকার– রাষ্ট্রের সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করতে হবে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার ন্যূনতম চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করতে পারলে সর্বসাধারণ নাগরিকতার গুণাবলি চর্চার সুযোগ পাবে।

উপরিউক্ত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করলে সুনাগরিকতার অন্তরায়গুলো দূর হবে।

সার-সংক্ষেপ

সুনাগরিক ছাড়া রাষ্ট্রের উন্নতি সম্ভব নয়। সেজন্য যে কোনো রাষ্ট্রের নাগরিককে বুদ্ধি, বিবেক ও আত্মসংযমের মত গুণাবলি অর্জন করতে হবে। তবে সুনাগরিকতার পথে আরও অনেক অন্তরায় রয়েছে। এই প্রতিবন্ধকতা বা অন্তরায়গুলি হল : (ক) নির্লিপ্ততা, (খ) ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা, (গ) দলীয় মনোভাব, (ঘ) অজ্ঞতা, (ঙ) আত্মম্ভরিতা, (চ) দাম্ভিকতা, (ছ) ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতা এবং (জ) অর্থনৈতিক অসাম্য। এসব প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের জন্য সাংবিধানিক, নৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিকারের ব্যবস্থা করলে সুনাগরিকতার অন্তরায়গুলো দূর হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। সুনাগরিকের গুণ কোনটি ?

ক. বুদ্ধি খ. আত্মত্যাগ

গ. সচেতনতা ঘ. জ্ঞান

২। সুনাগরিকতার প্রতিবন্ধকতা কোনটি ?

ক. নির্লিপ্ততা খ. বেয়াদবী করা

গ. দল করা ঘ. অযোগ্যতা

৩। সুনাগরিকতার প্রতিবন্ধকতার নৈতিক প্রতিকার কোনটি ?

ক. চাকরি প্রদান খ. শিক্ষার ব্যবস্থা

গ. বাধ্যতামূলক ভোট ঘ. চিকিৎসার ব্যবস্থা

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১। নাগরিকতা কি? –১২.১.১

২। নাগরিক কাকে বলে? –১২.১.২

৩। নাগরিক ও প্রজার পার্থক্য কি? –১২.১.৪

৪। নাগরিক ও বিদেশীর মধ্যে চারটি পার্থক্য দেখান। –১২.১.৫

৫। দ্বি-নাগরিকত্ব কিরূপে ঘটে? –১২.২.৫

৬। রাষ্ট্রহীনতা কি এবং কেন ঘটে? –১২.২.৫

৭। নাগরিক ও প্রজা এবং নাগরিক দেশবাসীর সঙ্গে পার্থক্য কি? –১২.১.৪ এবং ১২.১.৩

রচনামূলক প্রশ্ন

১। নাগরিকতার অর্থ কি? নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতিগুলো আলোচনা করুন। –১২.১.১, ১২.২.১ ও ১২.২.২

২। যে সকল কারণে নাগরিকতার বিলুপ্তি ঘটে সেগুলো আলোচনা করুন। –১২.২.৬

৩। বাংলাদেশের নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতিগুলোর বিবরণ দিন। যেসব কারণে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব বিলুপ্ত হতে পারে সেগুলো আলোচনা করুন। –১২.৩.১ ও ১২.৩.২

৪। সুনাগরিকের গুণাবলি আলোচনা করুন। –১২.৪.১

৫। সুনাগরিকের প্রতিবন্ধকতাগুলো আলোচনা করুণ। –১২.৪.২

৬। সুনাগরিকতার প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উপায়গুলো বর্ণনা করুন। –১২.৪.৩

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ১ ঃ ১। গ, ২। গ, ৩। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ২ ঃ ১। ক, ২। খ, ৩। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৩ ঃ ১। ক, ২। ক, ৩। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৪ ঃ ১। ক, ২। ক, ৩। খ